তারিখ ... 08 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

প্রথম আলো

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী আজ

বিতর্কেই ঘুরপাক খাচ্ছে সাক্ষরতা হার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চাঁদপুরের মো. ইমন ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় বাবার চায়ের দোকানে কাজ করে। তার বয়স আনুমানিক ১৩। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে সে মাত্র ছয় দিন স্কুলে গিয়েছিল। এখন সে বুঝতে পারছে, পড়াশোনাটা খুব দরকার। এ জন্য শেওড়াপাড়ার একটি বিদ্যালয়ে গিয়েছিল ভর্তি হতে। কিন্তু 'বয়স বেশি হয়ে গেছে' বলে তাকে ভর্তি করেনি বিদ্যালয়টি। হতাশ হয়ে সে এখন বাবার চায়ের দোকানেই কাজ করছে। ইমন বলছিল, নিজের নামটিও ঠিকমতো লিখতে পারে না। ফলে তাকে সমস্যায় পড়তে হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সারা দেশে সাত বা তার বেশি বয়সী প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষের সাক্ষরজ্ঞান নেই। ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। গত জুন মাসে এই তথ্য প্রকাশ করে বিবিএস। কিন্তু মাত্র দুই মাসের ব্যবধানেই গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সাক্ষরতা দিবস নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। শুধু এবারই নয়, পাঁচ বছর ধরেই সাক্ষরতার হার নিয়ে এই বিতর্ক চলছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, দেশে এখনো ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী প্রায় পৌনে চার কোটি মানুষ নিরক্ষর। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলছেন, নিরক্ষরতা নিয়ে জরিপ নেই।

এ রকম পরিস্থিতিতে আজ ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব' স্লোগান নিয়ে এবার এই দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। আজ সকালে শোভাযাত্রার পর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বর্তমানে মৌলিক সাক্ষরতা বলতে (সাধারণত মাতৃভাষায়) পড়তে, লিখতে, গণনা করে হিসাব করতে পারা এবং লিখিতভাবে যোগাযোগ করার সক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কয়েকজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, ২০১১ সাল থেকে সাক্ষরতার হার নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ওই বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো বিবিএসের 'লিটারেসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে-২০০৮'-এর তথ্য দিয়ে জানায়, সাত বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫৩ শতাংশ। কিন্তু ওই বছর দিবসের অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, সাক্ষরতার হার ৫৮ শতাংশ। এরপর আরও কয়েকবার বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা জানতে চান, কিসের ভিত্তিতে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ বলা হচ্ছে—জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাঁদের নিজস্ব বয়সভিত্তিক জরিপে এই তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু জরিপের বিস্তারিত বলেননি মন্ত্রী। অথচ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, সাক্ষরতার হার নিয়ে বিবিএসের তথ্যই চূড়ান্ত।

জানতে চাইলে শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, বিতর্ক না করে প্রকৃত সংখ্যা ও হার ঠিক করে নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষরজ্ঞান করতে দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা, কৌশল ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে। না হয় এই বিতর্ক চলতেই থাকবে। তিনি বলেন, বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ হয় প্রকল্পভিত্তিক। প্রকল্প শেষ হলেই আর কাজ হয় না। এ থেকে বেরিয়ে স্থায়ীভাবে কাজ করতে হবে।